ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২৬ ● কলকাতা ● ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১০ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তবে কি একই পরিবারে বিয়ে করবেন সারা-জাহ্নবী?

পৃঃ ৫

মেসির ৫ অ্যাসিস্ট আর সুয়ারেজের হ্যাটট্রিকে বড় জয় মায়ামির

পৃঃ ৬

জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন জেলা শাসক এবং পুলিস সুপারকে নির্দেশ দিয়েছে

কলকাতা, ৯ মে ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শাসক এবং এসপিকে সিনিয়র সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এবং ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

৭ মে, ২০২৪ তারিখে কমিশনের উত্তর-পূর্ব ইউনিটের জারি করা চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র সাংবাদিক জনাব সরদার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার হেদিয়ার গ্রামের বাসিন্দা, থানার জিবনতলা তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং জানমালের নিরাপত্তার জন্য কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির স্টিং ভিডিয়োকাণ্ডে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল এবং বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল থানায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির স্টিং ভিডিয়োকাণ্ডে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল এবং বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল থানায়। স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁদের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা গিয়েছে।স্টিং ভিডিয়ো নিয়ে হইচইয়ের মধ্যে বুধবার আরও একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিয়োটিরও সত্যতা যাচাই করেনি। ভিডিয়োয় এক মহিলা দাবি করেছেন, তাঁকে দিয়েও ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ করানো হয়েছিল। তাঁকে কিছু না জানিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ভিডিয়োয় মহিলার দাবি, তাঁকে দিয়ে মিথ্যে মামলা করানোর নেপথ্যে ছিলেন বিজেপির এক স্থানীয় নেত্রী পিয়ালি ওরফে মাম্পি দাস। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের হয় পরে। সেটি এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সেই মাম্পিকে সমনও করা হয়েছে পুলিশের তরফে।গত শনিবার সকালে প্রকাশ্যে আসা সন্দেশখালির ৩২ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি। গোপন ক্যামেরায় তোলা সেই ভিডিয়োয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর দাবি করেছেন, গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালি কাণ্ডে এবার তৃণমূলের পাশে কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ডে এবার তৃণমূলের পাশে কংগ্রেস। ঘাসফুল শিবিরের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তাদের খোঁচা, সন্দেশখালির অভিযোগকারীরা এবার বিজেপির মুখোশ খুলে দিচ্ছে। এটা নিয়ে আলোচনা হবে তো? কংগ্রেস নয়, দক্ষিণী অভিনেতা প্রকাশ রাজ, ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিরাও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। দক্ষিণী অভিনেতা তথা বিজেপির ঘোর সমালোচক প্রকাশ রাজও কংগ্রেসকে তোপ দেগেছে। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "ভোটে জিততে এসব জমিদারদের দল কত নিচে নামতে পারে! ছিঃ ছিঃ।" কটাক্ষ করেছেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিও। তাঁর কথায়, "একের পর এক মিথ্যা প্রোপাগান্ডা মুখ থুবড়ে পড়ছে।" সবমিলিয়ে নির্বাচনের মাঝে সন্দেশখালি ইস্যু বিজেপির কাছে ব্যুমেরাং হচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।নাম না করে বিজেপিকে খোঁচা দিয়েছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাও।

নির্বাচনী আবহে ফের শিরোনামে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সন্দেশখালি। চলতি বছরের শুরু থেকেই উত্তপ্ত এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় শাহজাহানের অনুগামীরা তদন্তকারীদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার জল গড়ায় অনেক দূর। অশান্তির আবহে অভিযোগ উঠে আসে, সন্দেশখালিতে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। জমি কেড়েছে এলাকার বেতাজ বাদশা-রা। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহানের হাতে খুন হয়েছিল বাবা, সন্দেশখালির সেই প্রীতম এ বার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮৩ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাবা খুন হয়েছিলেন ২০১৯ সালে। শাহজাহান শেখ এবং তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। বাবাকে হারিয়েও নিজের লক্ষ্যে অটল ছিলেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সেই প্রীতম এ বার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮৩ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রীতমের স্বপ্ন আইপিএস হওয়ার। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই এখন তাঁর লক্ষ্য।প্রীতমের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল আইপিএস হওয়ার। বার বারই এ কথা জানিয়েছেন তাঁর মাকে। তাই ইউপিএসসি নিয়ে প্রস্তুতি নিতে চান তিনি। প্রীতমকে ইউপিএসসি পড়ানোর জন্য দিল্লিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁর মা পদ্মা।

এরপর ৩ পাতায়

ভোট প্রচারে বুথ স্তরে টাকা পাঠাচ্ছে না বিজেপির নেতৃত্বরা, ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেনা জানে ভোটে লড়াই করতে ট্যাঁকের জোর লাগে! কিন্তু সেই ট্যাঁকটাই যদি খালি থাকে তাহলে ভোটে লড়াইটা হবে কীভাবে? ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে যখন পদ্মের ঘরে কোটি কোটি টাকা ঢুকেছে, তখনও সেই টাকার নাগাল পাননি বঙ্গ বিজেপির বুথস্তরের কর্মীরা।

ভোট মরশুমে বড় রাজনৈতিক সভার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ছোট ছোট ঘরোয়া মিটিংগুলি। যা ভোটবাজারে রাজনৈতিক হিসাব নিকেশে সাহায্য করে। কিন্তু সেই কর্মসূচিতেই হোঁচট খাচ্ছে বাংলার বিজেপির কর্মীরা। কারণ টাকা খরচের ব্যাপারে কার্যত হাত তুলে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। মণ্ডল সভাপতির হাত দিয়ে বুথে বুথে টাকা পাঠিয়েছে নেতৃত্ব। সেগুলি ছিল মূলত দেওয়ার লিখন, ফ্ল্যাগ ও ফেস্টুনের জন্যই। কিন্তু তারপর আর কোনও টাকা পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ কর্মীদের। পদ্মশিবিরের নীচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের দলের নেতৃত্ব বুঝছে না যে ভোট করাতে খরচ হয়। কারণ শুধুমাত্র বুথে দেওয়াল লিখলে কিংবা পতাকাটা টাঙালেই হয়ে যায় না। নেতৃত্বের থেকে আর্থিক সাহায্য সেরকম আসছে না। নিজেদের পকেট থেকে কে আর কত খরচ করবে। পদ্মকর্মীদের দাবি, রাজ্যের সংখ্যালঘু এলাকায় তাঁদের দলের কোনও সংগঠন নেই। তাই সেখানে টাকা পাঠানো হবে না সেটাই স্বাভাবিক। তাই আশা তাঁরা আশা করেছিলেন হিন্দু প্রভাবিত বা অধ্যুষিত বুথগুলোতে অন্তত পর্যাপ্ত টাকা পাঠানো হবে। কিন্তু সেখানেও বালি। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, ভোট করাতে শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে কয়েক কোটি টাকা এসেছে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। যদিও টাকার পরিমাণ নিয়ে মুখে কুলুপ

এরপর ৩ পাতায়

বিদায়ী সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর কনভয়ে পুলিশি তল্লাশি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিদায়ী সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর কনভয়ে পুলিশি তল্লাশি। বুধবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির দীঘা বাইপাসে। পুলিশের দাবি, সাংসদের গাড়িতে টাকা না নগদ রয়েছে কি না তা দেখতেই তল্লাশি। পালটা সাংসদের দাবি, তল্লাশির জেরে সভায় পৌঁছতে দেরি হয়েছে। সভায় বক্তব্য রাখার সময় দিব্যেন্দু বলেন, পুলিশ তল্লাশির নামে তাঁর দেরি করিয়েছে। তাই তাঁর সভায় পৌঁছতে দেরি হল। তবে এই নিয়ে তার কোন অভিযোগ নেই। বরং গাড়ি তল্লাশি করার সময় পুলিশকে সহযোগিতা করেছেন তিনি। তবে এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল ছড়িয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সেজ ভাই তথা তমলুকের বিদায়ী সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী।বুধবার সন্ধ্যায় তাজপুরে একটি সভায় যাচ্ছিলেন। সেই সময় পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির দীঘা বাইপাসে কনভয় থামিয়ে তাঁর গাড়িতে পুলিশের তল্লাশি চলে। তাঁর গাড়িতে করে টাকা বা উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখার জন্যই দিব্যেন্দুর গাড়ি আটকানো হয়। চলে তল্লাশি। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, বিষয়টি নির্বাচনীবিধি অনুযায়ী তল্লাশি চলছে। যদিও কিছু মেলেনি।

ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কিডনি পাচারচক্রের হদিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কিডনি পাচারচক্রের হদিশ। গোয়েন্দারা এই কিডনি পাচার চক্রের হদিশ পেয়েছেন বলে খবর। এদিকে বেশ কয়েক বছর আগেও এই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেই সময় দাবি করা হচ্ছিল কাজ দেওয়ার নাম করে বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে কিডনি কেটে নেওয়া হত। তবে এবার অভিযোগটা একটু অন্যরকম। সূত্রের খবর, এই চক্রে সঙ্গে একাধিক আড়কাঠিরা জড়িত রয়েছে। মূলত এই দালালদের মাধ্যমেই সক্রিয় কিডনি পাচার চক্রের লোকজন। এর সঙ্গে চিকিৎসক, বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করছেন এমন স্বাস্থ্যকর্মীরাও জড়িত রয়েছে। তবে তাদের হদিশ পাওয়াটা কষ্ট। এমনকী ওপার বাংলার কিছু দালালও এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মূলত মেডিক্যাল ট্যুরিজম সংস্থার নাম করে এই কিডনি পাচারের দালালরা টোপ ফেলছে। এরপর ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় নিয়ে এসে বিরাট অপারেশন করা হচ্ছে। এরপর টাকা ধরিয়ে দিয়ে ফেরত পাঠানো হচ্ছে ওপারে। এমনকী হরিয়ানা পুলিশের হাতে এক বাংলাদেশি যুবকও ধরা পড়েছিল। তাকে জেরা করে চক্রের একাধিক জনের সন্ধান মিলেছে। বাংলার কেউ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কি না সেটাও দেখা হচ্ছে।এবার দাবি করা হচ্ছে ওপার বাংলা থেকে লোকজনকে এপারে নিয়ে এসে কিডনি কেটে নেওয়া হচ্ছে। তাদের কিডনি ৪-৫ লাখ টাকায় বিনিময়ে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর সেই কিডনি বিক্রি করা হচ্ছে ১৪-১৫ লাখ টাকায়।

এদিকে ভারতের বিভিন্ন অংশে এই কিডনি পাচারচক্র সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বনগাঁ, বারাসতেও সক্রিয় হয়েছে এই চক্র। এমনকী কলকাতাতেও এই চক্রের অস্তিত্ব রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সেই সঙ্গেই দিল্লি, জয়পুর, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ থেকে শুরু করে ওপার বাংলার ঢাকা বরিশাল, রাজশাহি, নারায়ণগঞ্জেও এই চক্র ছড়িয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গোয়েন্দারা চিহ্নিত করেছেন। সব মিলিয়ে ৪৫জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের শরীর থেকে কিডনি কেটে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। বাংলাদেশ থেকে এপারে এসে তাদের শরীর থেকে কিডনি কেটে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকী কয়েকজনের শরীর থেকে কিডনি কেটে নেওয়ার পরে তারা বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এমনকী কিডনি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে রাজস্থান ও দিল্লিতে ধরা হয়েছে বলেও খবর।

কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি

কলকাতায় তার এক্সক্লুসিভ শোরুম লঞ্চ করেছে

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, মে ০৮, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি, ভারতীয় গহনা ইন্ডাস্ট্রির একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, গর্বিতভাবে কলকাতার প্রাণবন্ত শহরে তার উদ্বোধনী এক্সক্লুসিভ শোরুমের উদ্বোধন ঘোষণা করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গে তার দ্বিতীয় শোরুম এবং ভারতে ২৭ তম শোরুম হবে। এই সম্প্রসারণের সাথে, কিসনা দেশব্যাপী গ্রাহকদের অতুলনীয় কারুকার্য এবং নিরবধি কমনীয়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে। ইভেন্টে মিস্টার ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া, প্রতিষ্ঠাতা এবং এমডি, হরি কৃষ্ণ গ্রুপ এবং কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারির ডিরেক্টর মিস্টারপরাগ শাহ উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার রঘুনাথপুরে কিসনার উপস্থিতি নিছক রিটেল ব্যবসার চেয়ো বেশি;এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকার, তাদের অনন্য পছন্দগুলি বোঝা এবং বিশ্বাস এবং সন্তুষ্টির উপর নির্মিত দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন গিয়ে, হরি কৃষ্ণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও এমডি, জনাব ঘনশ্যাম ঢোলাকিয়া বলেছেন, "কলকাতা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় পছন্দের কেন্দ্রস্থল হওয়ায়, এখানে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ শোরুম উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত আমাদের বিভিন্ন জনসংখ্যা জুড়ে ভোক্তাদের জন্য মানসম্পন্ন এবং সেরা গহনা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। 'হর ঘর কিসনা'র একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, আমরা ভারতের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান হীরার গহনার ব্র্যান্ড হতে চাই এবং প্রত্যেক মহিলার হীরার গহনার মালিক হওয়ার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলব।"

কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারির ডিরেক্টর মিস্টার পরাগ শাহ বলেন, 'আমাদের কলকাতা শোরুমের লঞ্চ আমাদের কার্যক্রমের সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের উৎসর্গের কথা বলে। আমরা কলকাতার গহনা উতসাহীদের কাছে কিসনা'র কমনীয়তা এবং পরিমার্জনার স্বতন্ত্র সংমিশ্রণ প্রবর্তন করতে উতসাহী। এটি সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন, তাদের পছন্দগুলি বোঝা এবং বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।"

মিস্টার শচীন সিং এবং মির্জা আনিস আহমেদ বেগ, ফ্র্যাঞ্চাইজ পার্টনার, কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি, বলেছেন, " কলকাতায় কিসনা ডায়মন্ড এবং গোল্ড জুয়েলারির ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক হিসেবে।

কলকাতা জুড়ে শিলাবৃষ্টি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলা বৃষ্টি ও স্বস্তির জন্য বসে ছিল। এবং গত কয়েকদিন ধরেই তাঁদের সেই আশা পূরণ হয়েছে। তবে আজ, বৃহস্পতিবার ঝড়-বৃষ্টির বেশ খানিকটা ভয়াল রূপ দেখল কলকাতা-সহ বাংলা। কলকাতা ভিজছে তুমুল বৃষ্টিতে। তীব্র দাবদাহের পর কলকাতা জুড়ে শিলাবৃষ্টিও। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে! ঝড়-বৃষ্টির বেশি সম্ভাবনা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে। শনিবারের পর বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে।সঙ্গে তীব্র গতির হাওয়া। এবং শিলাবৃষ্টিও। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক শিলা বৃষ্টি হল। ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতিও অল্পবিস্তর হল। এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতাতেই গাছ ভেঙে পড়ল ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের উপর। ধসে পড়েছে তার দেওয়াল।

এদিকে হাওড়া শহর জুড়েও শুরু হল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। সেখানেও মেঘলা আকাশ। কয়েক জায়গায় শিলাবৃষ্টিও হয়। তাপমাত্রা অনেকটাই কমল। বাতাসে একটা ঠান্ডা আমেজ যুক্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে। এবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি আসছে। সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসেই আজ ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের আবহাওয়ার আপডেটের মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল তাপমাত্রার পতন। গত ৬ দিন ধরে ক্রমাগত নেমেছে কলকাতা-সহ গোটা বঙ্গের সমস্ত জেলার তাপমাত্রা। একই ছবি কলকাতাতেও। ১১ দিনে ১৩ ডিগ্রি কমেছে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ৪৩ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলা পারদ নেমে এসেছিল ৩০-এর ঘরে! গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিকের থেকে ৫.৩ ডিগ্রি কম!

বলা হয়েছিল, চলতি সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতেও এরকমই স্বস্তিতে কাটবে শহরবাসীর। আজও প্রধানত আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। দুপুরের পর মেঘের আনাগোনাও বাড়বে। বিকেল বা সন্ধ্যার পরে আজও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। কিন্তু দেখা গেল ঝড়বৃষ্টি ও শিলাপতন সবই আগেই হয়ে গেল।

নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের

অ্যানেক্স-এ উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর প্রস্তুতি উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

নয়াদিল্লি, ৯ মে , ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি পর্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের অ্যানেক্স-এ বিশেষ এক কর্মসূচীর আয়োজন করে। এই কর্মসূচীতে মন্ত্রকের সচিব সহ আধিকারিকরা এবং বিজ্ঞান ভবন অ্যানেক্স-এর দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ-এর আধিকারিক এবং কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। মোরারজি দেশাই ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ যোগের প্রশিক্ষকদের উপস্থিতিতে তারা যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন। যোগ প্রশিক্ষকরা যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এর নিবিড় যোগাযোগের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে যোগাভ্যাস ছাড়াও যোগ-এর সার্বিক উপযোগিতার কথা তুলে ধরা হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব তাঁর ভাষণে বলেন, যোগের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। মন্ত্রক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মধ্যে দিয়ে যোগের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং এর প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকার নিশ্চিত করে। সমসাময়িক বিভিন্ন সংকটের মোকাবিলায় যোগের সাহায্য নেওয়া এবং এর বিশ্বজনীন আবেদনটিও স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমান সময়কালে যোগের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন স্বীকৃতি পাচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের এই অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যোগের গুরুত্বের দিকটিও আলোচিত হয়েছে।

ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া

প্রয়াত রফি আহমেদ কিদওয়াই-এর ব্যক্তিগত কাগজপত্র সংগ্রহ করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া (এনএআই) প্রয়াত রফি আহমেদ কিদওয়াই-এর ব্যক্তিগত কাগজপত্র সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে আছে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পি ডি ট্যান্ডন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে শ্রী কিদওয়াই-এর চিঠিপত্র। এই কাগজপত্রগুলি এনএআই-এর ডিজি-র হাতে তুলে দেন কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী ফৈয়জ আহমেদ কিদওয়াই। উপস্থিত ছিলেন রফি আহমেদ কিদওয়াই-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রয়াত হুসেন কামিল কিদওয়াই-এর কন্যা শ্রীমতী তাজিন কিদওয়াই এবং শ্রীমতী সারাহ মানাল কিদওয়াই।

ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া ভারত সরকারের পুরনো নথিপত্রের রক্ষক। ১৯৯৩-এর পাবলিক রেকর্ড আইনের সংস্থান অনুযায়ী তারাই এগুলির দেখভাল করে, যাতে প্রশাসক এবং গবেষকরা প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখ্যাগার হিসেবে ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া লেখ্যাগার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং পথ প্রদর্শন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন নথিপত্রের সংগ্রহ ছাড়াও এনএআই-এর কাছে দেশের কৃতী বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্ট নাগরিকদের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভাণ্ডারও আছে, যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

শ্রী রফি আহমেদ কিদওয়াই ছিলেন একজন মেধাসম্পন্ন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব যিনি পরিচিত ছিলেন আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর নিরলস প্রয়াস এবং সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত মনের জন্য। ১৮৯৪-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের মসৌলিতে তাঁর জন্ম একটি মধ্যবিত্ত জমিদার পরিবারে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২০ সালে। তিনি জড়িয়ে পড়েন খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে, যার ফলে তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছিল। মতিলাল নেহরুর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছিলেন, পরে তিনি বিধানসভায় কংগ্রেস দলের এবং যুক্তরাজ্য কংগ্রেস কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। তাঁর রাজনৈতিক

এরপর ৩ পাতায়

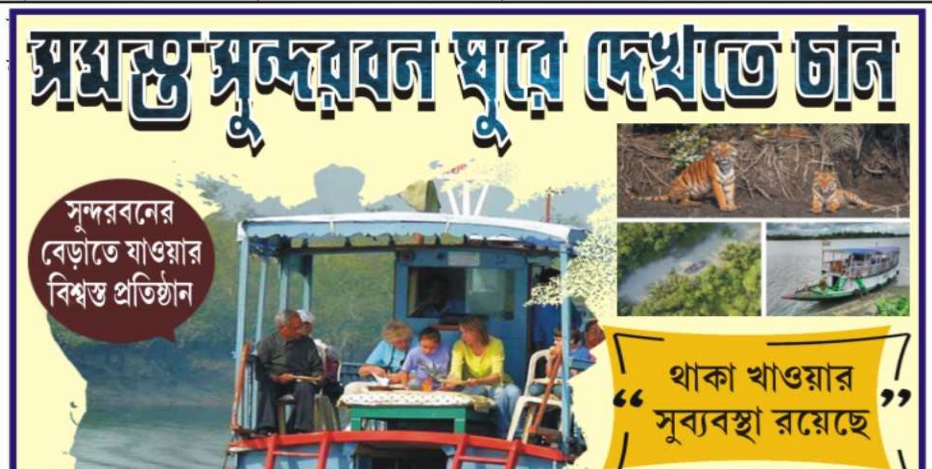

সন্দেশখালি নির্যাতিতাদের পাশে কেন্দ্রের নেতৃত্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আবহে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে 'স্টিং অপারেশনে'র একটি ভিডিও। সম্প্রতি আবার বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের একটি ভিডিও সাড়া ফেলে দিয়েছে। এই আবহে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলছে।নিজের পোস্টে সন্দেশখালির 'স্টিং অপারেশন' নিয়েও লিখেছেন অমিত। বিজেপি নেতার দাবি, 'সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের কালিমালিপ্ত করতে এবং ন্যায়ের জন্য তাঁদের লড়াই দুর্বল করতে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্ল্যানমাফিক ক্যাম্পেন শুরু করেছে। প্রথমে গঙ্গাধর কয়াল নামের একজন বিজেপি নেতার একটি ভুয়ো এআই জেনারেটেড ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করা হয়, এই আন্দোলন পরিকল্পনা এবং ফান্ড করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কয়াল সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং সিবিআইয়ের কাছে এই ভুয়ো ভিডিও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন'।

অমিত আরও লিখেছেন, 'আজ ফের একজন 'নির্যাতিতা' নিজের বক্তব্য থেকে সরে দাবি করেছেন, বিজেপি জোর করে তাঁকে একটি সাদা কাগজে সই করিয়েছিল। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রর আরও একটি ভিডিও সামনে এসেছে। সেখানে তাঁকে দাবি করতে শোনা যাচ্ছে, এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মানুষরা এর মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছেন, সংবাদমাধ্যমের নজরে আসছেন। দু'টি ক্ষেত্রেই কেউই অস্বীকার করেনি যে সন্দেশখালিতে কী ঘটনা ঘটেছিল'।অমিত লেখেন, 'সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে মুগ্ধ

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া প্রয়াত রফি আহমেদ কিদওয়াই-এর ব্যক্তিগত কাগজপত্র সংগ্রহ করেছে

প্রজ্ঞা তাঁকে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীত্ব এনে দেয়। তিনি কারা ও রাজস্ব মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় ভারতের প্রথম যোগাযোগ মন্ত্রী হন। সূচনা করেন, 'ওউন ইয়োর টেলিফোন' পরিষেবা এবং নৈশকালীন এয়ার মেলের। ১৯৫২-য় তিনি খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রকের দায়িত্ব পান। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতায় তিনি সফলভাবে খাদ্যের রেশনিং সমস্যার মোকাবিলা করেন।

ভারতকে স্বাধীন করতে এবং দেশকে শক্তিশালী করতে কিদওয়াই-এর নিষ্ঠা তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে একইরকমভাবে ব্যাপ্ত ছিল। ১৯৫৬-য় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ রফি আহমেদ কিদওয়াই পুরস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দেয়। যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে কিদওয়াই খ্যাতি পান তাঁর উদ্ভাবন এবং কার্যকারিতার জন্য। পাশাপাশি, খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নেতৃত্ব প্রমাণ করে সঙ্কটের বিরুদ্ধে তাঁর জয়কে। এর জন্য তাঁকে যাদুকর হিসেবে বর্ণিত করা হয়। নিশ্চিতভাবে রফি আহমেদ কিদওয়াই ছিলেন কর্মনিষ্ঠার প্রতিরূপ, সে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামই হোক বা প্রশাসনিক কাজকর্ম। যে কোন সঙ্কটের চটজলদি মোকাবিলা করা এবং সমাধানের দ্রুত পথ খোঁজায় তাঁর দক্ষতা তাঁর অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব গুণের প্রমাণ রাখে। যোগাযোগ থেকে কৃষি - সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবদান দেশের উন্নয়নে একটি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। নিষ্ঠাবান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একজন দক্ষ প্রশাসক রূপে তাঁর অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাচ্ছে।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালির স্টিং ভিডিয়োকাণ্ডে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল এবং বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল থানায়

সন্দেশখালিতে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগগুলি 'সাজানো' ছিল! মহিলারা টাকার বিনিময়ে শাহজাহান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের 'মিথ্যা' অভিযোগ করেছিলেন বলে দাবি করেছেন সন্দেশখালি-২ ব্লকের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর। ভিডিয়োয় গঙ্গাধর দাবি করেছেন, সন্দেশখালিতে মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। মেয়েদের দিয়ে সাজিয়ে অভিযোগ করানো হয়েছে। গঙ্গাধরকে ওই ভিডিয়োতে এক মহিলার নাম করে বলতে শোনা যায়, তাঁকে আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়ে সাত-আট মাস আগে গণধর্ষণ হয়েছে বলে অভিযোগ করতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা-ই করেছিলেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়কের (পীযূষ) নাম উল্লেখ করে গঙ্গাধরকে ওই ভিডিয়োতে বলতে শোনা যায়, 'পীযূষ ন্যাজাটের শুভঙ্কর গিরিকে (বিজেপির সন্দেশখালি বিধানসভার আহ্বায়ক) বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর শুভঙ্কর আমাকে বলে দিত, আমি সেই মতো কাজ করতাম।' প্রশ্নোত্তর পর্বের ওই ভিডিয়োর একটি অংশে গঙ্গাধরকে বলতে শোনা যায়, 'শুভেন্দুবাবুর নির্দেশে সব হয়েছে। উনি আমাদের বলেন, এখানে তাবড় নেতাদের গ্রেফতার করাতে না পারলে তোমরা দাঁড়াতে পারবে না। আর গ্রেফতার করাতে গেলে ধর্ষণের অভিযোগ করাতে হবে।" ভিডিয়োতেই দাবি, রেখাও দু'হাজার টাকার বিনিময়ে ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পুলিশের কাছে। গোপন জবানবন্দিও দিয়েছিলেন। বিজেপি অবশ্য ভিডিয়োটিকে 'ভুয়ো' এবং 'বিকৃত' বলে দাবি করেছে। সিবিআই তদন্ত চেয়েছে তারা। ভিডিয়োয় যে বিজেপি নেতার দাবি নিয়ে এত শোরগোল, সেই গঙ্গাধরও ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন। শুভেন্দুর দাবি, এই ভিডিয়োর নেপথ্যে তৃণমূলের হাত রয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা। রেখাও সব অভিযোগ অস্বীকার করে ভিডিয়োটিকে ভুয়ো বলে দাবি করেছেন।

১-ম পাতার পর

শাহজাহানের হাতে খুন হয়েছিল বাবা,সন্দেশখালির সেই প্রীতম এ বার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮৩ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন

গ্রামে ফেরার কথা কি ভাবছেন? পদ্মা বলেন, 'এখনও অভিযুক্তেরা বাইরে। ফলে এখনই সেখানে পাকাপাকি ভাবে ফেরার প্রশ্ন নেই।'তাই তিনি ইউপিএসসির জন্য প্রস্তুতি নিতে চাইছেন।

প্রীতম মণ্ডল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এ বার উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিলেন। কলা বিভাগে পড়াশোনা করেছেন তিনি। ২০২১ সাল থেকে মা এবং ভাইকে নিয়ে গ্রামছাড়া। যে সন্দেশখালি, যে শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনী নিয়ে গোটা রাজ্য সরগরম, সেই শাহজাহানের হাতেই খুন হয়েছিলেন প্রীতমের বাবা প্রদীপ মণ্ডল। অভিযোগ অন্তত তেমনই। শাহজাহানের ভয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন প্রীতমেরা। তার পর আর পাকাপাকি ভাবে গ্রামে ফেরেননি তাঁরা। প্রীতমেরা দুই ভাই। ভাই অনুভব এ বার দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠেছে। সন্দেশখালি ১-এ থাকত প্রীতমদের পরিবার। গ্রামে একটা দোকান ছিল। কিছু জমিজমা, ভেড়িও ছিল। তা দিয়েই সংসার ভাল ভাবে চলে যাচ্ছিল। প্রীতমদের ভাল স্কুলেও ভর্তি করিয়েছিলেন তাঁদের বাবা প্রদীপ। কিন্তু ২০১৯ সালে তাঁদের জীবনে নেমে এসেছিল নিকষ অন্ধকার। ওই বছরেই শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনীর হাতে খুন হয়েছিলেন প্রদীপ। অভিযোগ, প্রদীপকে গুলি করে খুন করা হয়।

প্রীতমের মা পদ্মা মণ্ডল জানিয়েছেন, ২০২১ সালে তাঁরা সন্দেশখালি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। পুত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই। প্রদীপের মৃত্যুর পর থেকে আর্থিক অনটনের মধ্যে সংসার চালাতে হচ্ছে। কিন্তু দুই পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ঝুঁকি নিয়ে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল বলেই জানিয়েছেন পদ্মা। তিনি বলেন, '২০২১ সালে বাড়িতে হামলা চালানো হয়। দোকান ভাঙচুর চালানো হয়। সব কিছু লুটপাট করে নেওয়া হয়।' সেই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে সন্দেশখালি ছাড়েন প্রীতমরা। পদ্মা আরও জানিয়েছেন, গ্রামে এখনও কিছু জমি এবং ভেড়ি রয়েছে। সেগুলি লিজে দেওয়া। মাঝেমধ্যে সেগুলি দেখাশোনা করতে গ্রামে যেতে হয় বটে, তবে নিয়মিত যাতায়াত হয় না। সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এখনও অনেকেই গ্রামে রয়েছেন। ফলে আতঙ্ক তো একটা রয়েইছে বলে জানিয়েছেন পদ্মা। তবে সেই সব আতঙ্কের মধ্যেও দুই সন্তানকে বড় করে তোলার লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। পদ্মা বলেন, 'প্রীতমের বাবাও চাইত ওর দুই ছেলে ভাল কিছু করুক। প্রীতম আজ ভাল রেজাল্ট করেছে। ওর বাবা থাকলে খুব খুশি হত।'

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালি কাণ্ডে এবার তৃণমূলের পাশে কংগ্রেস

গুচ্ছ-গুচ্ছ মামলা হয়েছে। শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত। জাতীয় মহিলা কমিশনও পদক্ষেপ করেছে। ভোটের বাজারে এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্যের শাসকদলকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছিল বিজেপি। কিন্তু একের পর এক 'স্টিং' ভিডিও সামনে আসায় কার্যত চাপে গেরুয়া শিবির।

অভিযোগকারীরাই এবার দাবি করছেন, তাঁদের ভুল বুঝিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করানো হয়েছে। সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। শুধু তাই নয়, টাকার বিনিময়ে ভুয়ো অভিযোগ করানো হয়েছিল। এর পরই বিজেপিকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র এক্স হ্যান্ডেলে পবন খেরা লেখেন, “সন্দেশখালিতে তৃণমূলের ভূমিকা নিয়ে তো প্রচুর বিতর্কসভা বসেছে! এবার অভিযোগকারীরা বিজেপির মুখোশ।

ভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পুলিশের

ডোমকল: নিউজ সারাদিন : অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পুলিশের। উর্দিধারীরা নির্বিচারে তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ। যদিও পুলিশ ধস্তাধস্তি ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের রানিনগরের মরিচা নিচু পাড়ায় তুমুল উত্তেজনা।মালিবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির ইসলামের অভিযোগ, "পুলিশ বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি পুরুষ-মহিলাদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় মহিলাদের। অথচ ঘটনাস্থলে কোনও মহিলাকর্মী ছিলেন না। পুলিশ জোট কর্মী-সমর্থকদের হয়ে কাজ করছে। আমাদের কোনও কথা শুনছে না।"

কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক জাহাঙ্গির ফকির জানান, "ভোটের আগে থেকেই তৃণমূল প্রধান জাহাঙ্গির ইসলামের নেতৃত্বে এলাকায় সন্ত্রাস করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশি তৎপরতায় সেটা সম্ভব হয়নি। ভোটটাও শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে।" যদিও মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজবীর সিং জানান, "পুলিশ একটি ঘটনার তদন্তে গেলে সামান্য উত্তেজনা হয়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কাউকে মারধর বা বাড়ি ভাঙচুরের কোনও ঘটনা ঘটেনি।"পুলিশ এই ঘটনায় ২ জনকে আটক করেছে। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজের নেতৃত্বে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাজবীর সিং জানান "এলাকায় পুলিশ আছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।"

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে। তৃণমূল সমর্থক শিরিফা বেওয়া থানায় অভিযোগ, তাঁকে জোট সমর্থকেরা গালিগালাজ করেছেন। ওই ঘটনার তদন্তে গিয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, কোনওরকম তদন্ত ছাড়াই জোট কর্মীদের গ্রেপ্তারিতে চাপ দেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। তার জেরে তৃণমূলের সঙ্গে পুলিশ প্রথমে বচসা এবং পরে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে বলেই অভিযোগ। গ্রামের মহিলারাও ছিলেন। ধস্তাধস্তির মুহূর্ত বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল। এই ঘটনার পরই পুলিশ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সাতটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলেও অভিযোগ।

১-ম পাতার পর

জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন জেলা শাসক এবং পুলিস সুপারকে নির্দেশ দিয়েছে

উল্লেখ্য যে, জনাব সরদার পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত একটি মিডিয়া সংস্থার প্রধান এবং তার উপর একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছেন সারাদেশের সাংবাদিক সংগঠনগুলি সময়ে সময়ে তার উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছে এবং সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। তার নিরাপত্তার জন্য। তবুও তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের কাছে আরজি করছি।

১-ম পাতার পর

ভোট প্রচারে বুথ স্তরে টাকা পাঠাচ্ছে না বিজেপির নেতৃত্বরা, ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা

এঁটেছেন রাজ্য নেতৃত্ব। তারপরেও সেই টাকা গিয়ে পৌঁছাছে না দলেরই নীচুতলার কর্মীদের কাছে।কেননা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব লোকসভা কেন্দ্র থেকেই অভিযোগ কানে আসছে যে, ভোটপ্রচারের জন্য দলের বুথস্তরে টাকাই পাঠায়নি বিজেপি নেতৃত্ব। ইলেক্টোরাল বন্ডের পাশাপাশি নানা তথ্য বলে দিচ্ছে, বিশ্বের ধনী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অন্যতম হল এ দেশের বিজেপি। অথচ সেই বিজেপিই কিনা, ২৪'র ভোটে বাংলার মাটিতে লড়াই করার জন্য নীচুতলার কর্মীদের ভোটপ্রচারের জন্য কোনও টাকাপয়সা দিচ্ছে না। অন্তত এমনই অভিযোগ উঠেছে। তবে সেই টাকা কেন আটকেছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে দলেরই নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে। কেউ দাবি করছেন, টাকা আটকেছেন রাজ্য নেতৃত্ব, আবার কেউ দাবি করছেন টাকা আটকেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।ভোট মানেও ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ডের পিছনে খরচ। তাই বাইরেও ভোট মরশুমে নানা খাতে খরচ করতে হয় রাজনৈতিক দলগুলিকে। অথচ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকে অভিযোগ আসছে যে বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত বুথ পিছু ২ থেকে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে ভোট প্রচারের জন্য। যদিও দলের রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, বুথ পিছু ভোট প্রচারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা করে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, যেখানে বুথ পিছু ৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হচ্ছে ভোটপ্রচারের জন্য সেখানে কেন কর্মীদের হাতে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা করে গিয়ে পৌঁছাছে? বাকি টাকা কোথায় যাচ্ছে আর কার পকেটে যাচ্ছে। বিজেপির নীচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও ঠিক এই ভাবেই দলের টাকা লুঠ করেছেন দলের কিছু নেতা। এবারেও সেটাই হচ্ছে। যেখানে তবু বুথ কমিটি আছে সেখানে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা অবধি আসছে। যেখানে সেটাও নেই সেই টাকাটাও এসে পৌঁছাছে না। অন্য কারও পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। অভিযোগ বিজেপির নীচুতলার কর্মীদেরই।

বিজেএমসির চেয়ারম্যান হলেন সুধীর ত্যাগী

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : অল ইন্ডিয়া কিষাণ মোর্চার প্রাক্তন ইনচার্জ সুধীর ত্যাগীকে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠুর নেতৃত্বে বিজেএমসির জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সুধীর ত্যাগীকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বলেন, শ্রমিক সংগঠন সুধীর ত্যাগীর দিকনির্দেশনা ও অভিজ্ঞতায় আরও এগোবে, আমরা ভারতের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যেতে পারি। সর্বভারতীয় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষের নির্দেশে আজ শ্রী ত্যাগীজিকে সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সন্দেশখালি নির্যাতিতাদের পাশে কেন্দ্রের নেতৃত্ব

করতে রাজ্য পুলিশ এতটাই মুখিয়ে ছিল যে তাঁরা বর্তমান বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র সহ মহিলাদের অন ক্যামেরা বলানো করান, তাঁদের ধর্ষণ হয়নি এবং তাঁরা সকল সহায়তা পাচ্ছেন। কিন্তু আদালতে জমা দেওয়া রেখার এফিডেভিট বিজেপির হাতে আসতেই তাঁদের এই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা বিফলে যায়। সেখানে ধর্ষণের চার্জ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে একজন ধর্ষিতার পরিচয় প্রকাশ্যে আনার জন্য বিজেপির তরফ থেকে বাংলার ডিজিপি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কেস ফাইল করা হয়'।

বিজেপি নেতা লিখেছেন, 'কলকাতা হাই কোর্টের হস্তক্ষেপের পর সন্দেশখালির পুরুষ এবং মহিলাদের থেকে ৭০০ টিরও বেশি এফিডেভিট পাওয়া গিয়েছে। ধর্ষণ, অত্যাচার, জমি দখল, হিংসা সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে এই মামলা সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। শেখ শাহজাহানও গ্রেফতার হয়েছেন। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থামেননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযুক্তদের বাঁচাতে রক্ষা করতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে'।

দীর্ঘ পোস্ট শেষে নিজেদের বিবেকের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানিয়ে অমিত লিখেছেন, 'ভুলে গেলে চলবে না, ২০১১ সাল থেকে, দীর্ঘ ১৩ বছর তৃণমূল কংগ্রেস সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের মুখ বন্ধ রেখেছিল। এখন যদি ফের চেষ্টা করা হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দেশবাসীর মনে সন্দেশখালি আন্দোলনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই এমনটা করা হচ্ছে। এমন অন্ধকার সময়ে আমাদের নিজের বিবেক এবং সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। যতক্ষণ না যাঁদের ওপর অত্যাচার হয়েছে তাঁরা লড়াইয়ের সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সন্দেশখালি আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার তৃণমূলের প্রয়াত প্রত্যাহার করুন। তদন্তকারী সংস্থারা তদন্ত করুক এবং আদালত ন্যায় বিচার করুক। আমরা এটুকুই করতে পারি'।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২৬ সংখ্যা ১০ মে, ২০২৪ শুক্রবার ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১

ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যপালকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে রেখেছেন অভিযোগকারিণী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ বিতর্কে ঘটনার দিনের ফুটেজ দেখানো হয়েছে আজ রাজভবনের তরফে। দুটি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছে রাজভবন। আর ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যপালকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে রেখেছেন অভিযোগকারিণী । এবিপি আনন্দকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গতকাল সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা করে রাজভবন। এই ঘোষণার পর আজ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ বিতর্কে ঘটনার দিনের ফুটেজ দেখানো হয় রাজভবনের তরফে। বিকেল ৫.৩২ মিনিট থেকে বিকেল ৬.৪১ মিনিট পর্যন্ত ফুটেজ দেখিয়েছে রাজভবন। রাজভবনের নর্থ গেটের সামনে লাগানো দুটি ক্যামেরার ছবি প্রকাশ্যে এনেছে রাজভবন। ফুটেজে দেখা গিয়েছে বিকেল ৫.৩২ মিনিটে ওসির ঘরে ঢুকছেন অভিযোগকারিণী। পরে বিকেল ৫.৪০ মিনিট নাগাদ রাজভবনে অ্যাডিশনাল ওসির ঘরে যান অভিযোগকারিণী। বিকেল ৬.৪১ মিনিট পর্যন্ত রাজভবনের অ্যাডিশনাল ওসির ঘরে ছিলেন অভিযোগকারিণী। এই দুটি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছে রাজভবন। মূলত ঘটনার দিন প্রচুর পুলিশ ছিল রাজভবনে, যেহেতু সেইদিন আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। অভিযোগকারিণী বলেন, 'দেখুন সিসিটিভি-র টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আমি তো বলতে পারবো না। তবে পুলিশ আউট পোস্টে আমি যে কাঁদতে কাঁদতে ঢুকছি, ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন। এটা খুব হাস্যকর নাটক হয়ে গেল না!? উনি পুলিশকে তদন্ত করতে দিচ্ছেন না, উনি স্টাফদের কথা বলতে দিচ্ছেন না। উনি হঠাৎ করে বলতে সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে চান। সিসিটিভি ফুটেজে কী প্রমাণ হয় ? উনি এই সিসিটিভি ফুটেজটাতে তো আমাকে আরও অসম্মান করলেন।তাঁর কথায়,' মানে ওনার নিজের কুরুচিকর কাজ ঢাকতে গিয়ে উনি আজকে যে, এরকম একটা হাস্যকর নাটক এবং সেই ফুটেজে আমাকে প্রকাশ্যে আনলেন। অভিযোগকারিনীর পরিচয় গোপন রেখে তদন্ত করা উচিত বলে আমার মনে হয়। ওনার দোষের তো কোনও শাস্তি হবে না। এবং ওনার দোষটা ঢাকতে গিয়ে উনি এখন আমার ও আমার পরিবারের এতটা অসম্মান করছেন। কতটা নিচে নামবেন উনি? এরপর তো আবার নতুন কোনও নাটক-নোংরামি করতে চলেছেন।এই ভিডিও ফুটেজ যারা দেখেছেন, তাঁরা এটা বিচার করবেন।'

সম্পাদকীয়

চলতি বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে শুরু হচ্ছে নয়া পাঠ্যক্রম

চলতি বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে শুরু হচ্ছে নয়া পাঠ্যক্রম। এ বছর যারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবেন তারা নতুন সিলেবাসে পড়াশোনা করবেন। পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে যাওয়ার ফলে বদল আনা হয়েছে সিলেবাসে। এ বছর থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হচ্ছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে।তবে পুজোর ছুটিতে অনলাইন ক্লাসে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে সেই বিষয়ে এখনো কিছু জানানো হয়নি। পুজোর ছুটিতে অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই ১৪ দিন অনলাইন ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। আর এই নিয়ম যদি কার্যকর হয় তাহলে পুজোর ছুটিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আনন্দের দিন যে শেষ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।নতুন পদ্ধতিতে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে তার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একের পর এক নয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। গরমের ছুটি, অন্যান্য ছুটিসহ দুর্গাপুজোয় প্রত্যেক বছরই ছুটি থাকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের। তবে সংসদের নয়া ভাবনায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা হয়ত দুর্গাপুজোর ছুটিতে আগের মতো আনন্দ পাবেন না।

সংসদের পক্ষ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য যে অ্যানুয়েল ওয়ার্কিং প্ল্যান জারি করা হয়েছে সেই প্রেক্ষিতেই এই কথা বলা হচ্ছে। সংসদের অ্যানুয়াল ওয়ার্কিং প্ল্যানে প্রথম থেকেই অনলাইন ক্লাসে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে বলছেন, মে মাসের মধ্যবর্তী সময়ে যেমন অনলাইন ক্লাস নেওয়া হবে, তেমনই দুর্গাপুজোর ছুটিতেও অনলাইন ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হয়েছে কনট্যাক্ট আওয়ার্স। প্রথম সেমিস্টারে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য ১০০ ঘন্টা, দ্বিতীয় সেমিস্টারের জন্য ৮০ ঘন্টা ও টিউটোরিয়ালের জন্য ২০ ঘন্টা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে সংসদের পক্ষ থেকে। এই কারণে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে পুজোর ছুটিতে।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বলতে গেলে নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

কাজী নজরুলের মতন অর্থহীন পরিবারের লেখকও আজও আছে। কিন্তু সেই সব লেখকদের আমরা মর্যাদা দেই না, বা স্বীকৃতি দিতে রাজি না। বর্তমান যুগে নজরুলের মতো অসংখ্য আদর্শবান কবি লেখক ও সৎ নিষ্ঠা ব্যক্তিত্বের রাজ্য আছে এই সভ্যতার মধ্যে লুকিয়ে। আমরা তাদেরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এক অজানা শক্তি, অকারণে, অবিচারে। এ কারণেই নজরুল কথাগুলো আজকের সমাজের কাছে ভীষণ ভাবে প্রাধান্য পাবে।এই সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যেতে পারি। পুঁথিগত শিক্ষায় শুধু শিক্ষিত হলে যে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় এটা ঠিক নয়। সেই জন্য কি নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যতিক্রমী এমন সব বিষয় ও শব্দ ব্যবহার করেন, যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কবিতায় তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক যন্ত্রণাকে ধারণ করায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে মানবসভ্যতার কয়েকটি মৌলিক সমস্যাও ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য। এছাড়াও নজরুল তাঁর সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। কবিতা ও গানে তিনি এ মিশ্র ঐতিহ্যচেতনাবশত প্রচলিত বাংলা ছন্দোরীতি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত ও আরবি ছন্দ ব্যবহার করেন। বাংলা সঙ্গীতের প্রায় সবকটি ধারার পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি, বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং লোকসঙ্গীতাশ্রয়ী বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্তি নজরুলের মৌলিক সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচায়ক। নজরুল সংগীত বাংলা সঙ্গীতের অণুবিশ্ব, তদুপরি উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বঙ্গীয় সংস্করণ। বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে নজরুল বাংলা গানকে যথার্থ আধুনিক সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন। যাক এসব কথা এই কথাগুলো লেখার আগে নজরুল সম্পর্কে আমাদের জানার খুব প্রয়োজন। তাই নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন থেকে কবি হওয়া ওঠার সফলতা তুলে ধরছি আমার কলমে। নজরুলের যখন দশ বছর বয়স তখন তিনি গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তাকে বাধ্য হয়ে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয় । গ্রামের মৌলবিদের সাহায্যে মক্তবে ছোটদের পড়া মুখস্থ করানোর জন্য এক পীরের দরগায় কাজের ব্যবস্থা হয় । এখানে দুই বছর তাঁর অতিবাহিত হয় । শৈশব থেকে তিনি লোকনাট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন । এরপর তিনি ভ্রাম্যমাণ 'লেটো' গানের দলে যোগ দেন । সেই দলের জন্য তিনি গান গাইতেন, গান ও পালা রচনা করতেন ।তিনি পালা গান রচনা করতে গিয়ে হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন । এখানে শুধু শেষ নয়।তিনি বাসুদেবের শখের কবি গানে যোগ দেন । এখানে তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন ও নিজে গান গেয়েছেন । সেখান থেকে তাঁকে এক বাঙালি খ্রিস্টান গার্ড বাবুর্চি কাজের জন্য নিয়ে যান । সেখানে ভাল না লাগার জন্য তিনি আসানসোলে এক চা রুটির দোকানে কাজ করতে লাগলেন । দোকানে থাকার যায়না না থাকার জন্য তিনি পাশে এক তেতলা বাড়ির সিঁড়ির নীচে থাকতেন । সেই বাড়িটি ছিল এক পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিউল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী শ্যামসুন্নেসার । তাঁরা নজরুলকে ময়মনসিংহ এর দরিরাম পুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন । এরপর তিনি রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন ।এই প্রসঙ্গ তে বলে রাখি, মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশে নিরাসক্ত নজরুল-জীবনী রচনা করার একটা মস্ত বাধা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

খানিকক্ষণ বাদে একটি ষ্টেশন এলো, স্বামীজী এবং সেই ভদ্রলোক দুজনেই সেখানে নামলেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন- সঙ্গে কোনো খাবার আছে কিনা ? থাকলে সেটা খেয়ে নিন। স্বামীজী বললেন - আমার সঙ্গে কোনো খাবার নেই। ভদ্রলোকটি বললেন - এটাই তো স্বাভাবিক। কর্ম না করলে অর্থ আসে না।আর অর্থ না থাকলে খাবারও আসে না। **ক্রমশঃ**

অধীরের অভিযোগে বহরমপুরের আইসিকে সরানো হলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিযোগে ক্রমশ সরগরম হচ্ছে বহরমপুর। বুধবার নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি লিখে বহরমপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর অভিযোগ, তাঁকে প্রচারে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের তরফে কমিশনকে আরও একটি চিঠি দিয়ে বহরমপুর থানার ইনস্পেক্টর ইন-চার্জ (আইসি)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়।কমিশনকে দেওয়া আরও একটি চিঠিতে বহরমপুরের আইসির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাত, দলীয় কর্মীদের অকারণে গ্রেফতার করার অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই আইসিকে সরিয়ে কমিশন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে তিন জনের প্যানেল থেকে এক জনকে নতুন আইসি হিসাবে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরেই কমিশন ওই আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে কী কারণে তাঁকে সরানো হল, কমিশনের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

গত বুধবার অধীরকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চিঠি লেখেন প্রদেশ কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা নিলয় প্রামাণিক। তিনি দু'টি ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দাবি করেন, রাজ্যের শাসকদল অধীরের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করছে। এর মধ্যে প্রথম ঘটনাটি ঘটে বহরমপুর লোকসভারই অন্তর্গত সালারে। নিলয়ের দাবি, সালারে প্রচার করার বিষয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া থাকলেও তৃণমূল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কংগ্রেসের বক্তব্য, পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, অস্থায়ী মঞ্চে বক্তব্য রাখতে না পেরে গাড়ি থেকে ভাষণ দেন অধীর। আবার কান্দিতে শাসকদলের প্রচার কর্মসূচির জন্য কংগ্রেসের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কংগ্রেসের বক্তব্য, তৃণমূলের কর্মসূচি হচ্ছিল অন্তত তাদের কর্মসূচি থেকে ৮০০ -৯০০ মিটার দূরে। কিন্তু ৫০০ মিটারের মধ্যে দু'টি দলের কর্মসূচি করা যাবে না এই যুক্তি দেখিয়ে তাদের প্রচার বাতিল করে দেওয়া হয় বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান লিফলেট ছাপিয়ে অধীরের মোবাইল নম্বর ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে বিভিন্ন উড়ো ফোন ধরতে ধরতে ধরতে নাজেহাল হতে হচ্ছে কংগ্রেস প্রার্থীকে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

নির্বাচনে দেব, নায়কের সম্পত্তির পরিমাণ কত?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথম ছবি ফ্লপ। কিন্তু, দ্বিতীয় ছবির পর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বলা হচ্ছে ওপার বাংলা জনপ্রিয় অভিনেতা দেবের কথা। তিনি শুধু অভিনেতাই নন, নেতাও। প্রায় এক দশকের বেশি সময় যুক্ত রাজনীতিতে। এবারও ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী দেব। বৃহস্পতিবার তিনি মনোনয়ন জমা দেন এবং কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামাতে সম্পত্তির খতিয়ান দেন তিনি। সেখানে তুলে ধরা হয়েছে সম্পত্তির পরিমাণ।

দেব এদিন তার জমা দেওয়া খতিয়ানে জানিয়েছেন তিনি গত অর্থবর্ষ অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালে ৪ কোটি ৯৯ লাখ ১৫ হাজার রুপি আয় করেছেন। অর্থাৎ এই অর্থ তার আয় করা ২০১২-২২ সালের করা আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। দেবের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তিনি যখন মনোনয়ন জমা দেন তখন তার কাছে ক্যাশ অর্থ ছিল ২৬ হাজার ৭৫৮ রুপি। দেবের বিনিয়োগ করা অর্থের মোট পরিমাণ হল ১৫ কোটি ৪৮ লাখ ১৯ হাজার ৯৪৩ রুপি। এছাড়া দেবের কাছে যত হাতঘড়ি আছে সেগুলোর মোট মূল্য বা বাজার দর ১২ লাখ রুপির বেশি।

অভিনেতার একটিই গাড়ি আছে। আর সেই গাড়ির বর্তমান বাজার মূল্য হল ১ কোটি ১২ লাখ ৪০ হাজার রুপি। এছাড়াও তার কাছে প্রায় ৪৯ লাখ ১৮ হাজার ৫৬২ রুপির সোনা আছে। সঙ্গে আছে একাধিক ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাটগুলোর মোট মূল্য হল ১৯ কোটি ৯১ লাখ ১২ হাজার।

কেবল সঞ্চয় নয়, দেবের বিপুল পরিমাণ ঋণও আছে। তার মোট ২ কোটি ৮৬ লাখ ৩ হাজার ৯০৭ রুপির ঋণ আছে। উল্লেখ্য, দেব গত দুই লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন। এবার তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা হিরণকে হারিয়ে আবারও শেষ হাসি হাসতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বিশ্রামে যাচ্ছেন শাহরুখ খান!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান এক বছরে জাওয়ান, পাঠান এবং ডাঙ্কির মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। এখন নতুন ছবির কাজ শুরুর আগে বিশ্রাম নিতে পারেন বলিউডের এ অভিনেতা। বিশ্রাম সেরে এ বছরের জুনে তিনি তার পরবর্তী ছবির শ্যুটিং শুরু করতে চান।

শুক্রবার ভারতীয় এক গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানিয়েছেন শাহরুখ খান।

অভিনেতা বলেন, আমার মনে হচ্ছে আমার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তিনটি সিনেমা পরপর করে ফেলেছি। যার জন্য আমার শরীরে অনেক ধকল গেছে। আমি কলকাতা নাইট রাইডার্স দলকে বলেছিলাম যে এইবার শুধু মূল ম্যাচে আসব। সৌভাগ্যবশত, আমার পরবর্তী ছবির শ্যুটিং আগস্ট থেকে শুরু হবে বা হয়তো জুলাই। যদিও আমরা জুনে শুরু করার প্ল্যান করছি। আমি সব হোম ম্যাচে আসতে চাই কারণ কলকাতা আমার বাড়ির মতো।

তবে শাহরুখ ছবির নাম বা অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করেননি। এদিকে, শাহরুখকে স্টেডিয়ামে প্রায়ই তার ছোট ছেলে আব্রাম নিয়ে আসতে দেখা গেছে।

ভেঙে গেল অনন্যা-আদিত্যর প্রেম!

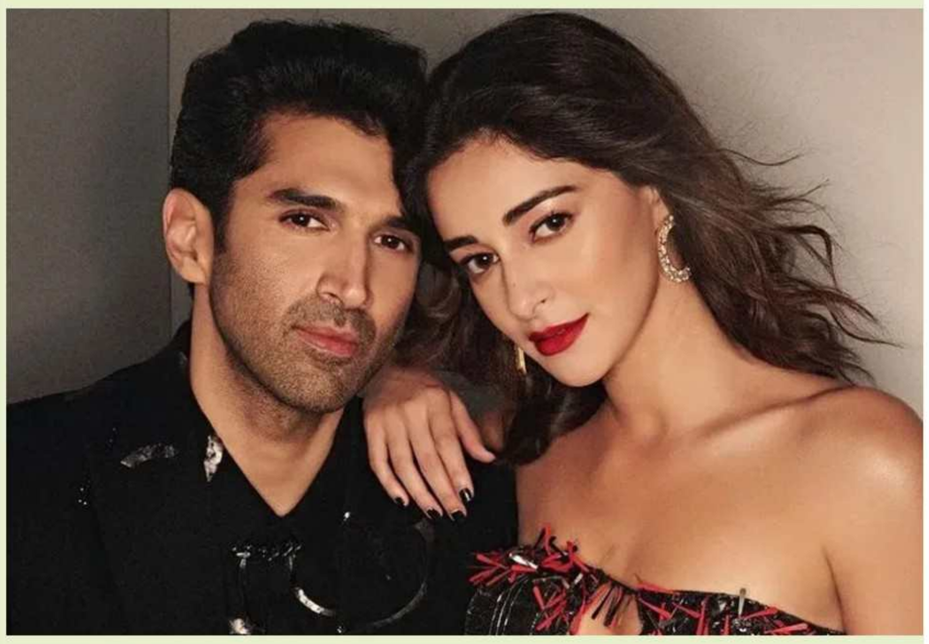

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার বলিউডের উঠতি নায়িকা অনন্যা পান্ডের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ভাঙল অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের। তাদের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু বম্বে টাইমসকে বলেন, 'এক মাস আগে আদিত্য-অনন্যা তাদের সম্পর্কের ইতি টেনেছেন। তাদের ব্রেকআপ হলেও তাদের মাঝে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।'

এর আগে 'খালি পিলি' সিনেমার সহশিল্পী অর্থাৎ শহিদ কাপুরের ভাই ইশান কাট্টারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন অনন্যা। সেই সময় শহিদ কাপুরের পরিবারের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইশানকে নিয়েও মালদ্বীপে ছুটি কাটিয়েছেন অনন্যা। এরপর আদিত্যর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অনন্যা। এ জুটি দীর্ঘ ২ বছর সম্পর্কে ছিলেন। যদিও বিচ্ছেদের বিষয়ে এখনো মুখ খুলেননি তাদের কেউ-ই।

সম্প্রতি সময়ে অনন্যা পান্ডে কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। তবে অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে কোনো রাখঢাক করেননি অনন্যা।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অনন্যা পান্ডে। তারপর বেশ কিছু সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। অনন্যা পান্ডে অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'খো গায়ে হাম কাঁহা'।

তবে কি একই পরিবারে বিয়ে করবেন সারা-জাহ্নবী?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী সারা আলি খান। সেই বন্ধুদের দলে দেখা মিলল নবাব কন্যার প্রাক্তন প্রেমিক বীর পাহাড়িয়ারও। যিনি সারার বন্ধু অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের চর্চিত প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়ার ভাই। তাতেই গুঞ্জন উঠেছে তাহলে কী এবার সারা-জাহ্নবী জা হতে চলেছেন?

এনডিটিভির প্রতিবেদন বলছে, লন্ডনে বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন সারা আলি খান। অভিনেত্রী তার বন্ধুদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। তবে অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সারার বিশেষ বন্ধু, প্রাক্তন প্রেমিক বীর পাহাড়িয়া! বীর পাহাড়িয়া হলেন ভারতের মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর নাতি এবং ব্যবসায়ী সঞ্জয় পাহাড়িয়ার ছেলে। খুব শিগগিরই বড় পর্দায় অভিষেক ঘটবে তার, এমনটাই শোনা যাচ্ছে।

এদিকে পর্দায় পা দেওয়ার পর সুশান্ত সিং রাজপুত থেকে কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে সারার প্রেমের খবর নিয়ে কম চর্চা হয়নি। ২০২০ সালে সারা একপ্রকার স্বীকার করেই নিয়েছিলেন যে, তিনি বীর পাহাড়িয়ার সঙ্গে প্রেম করছেন। এমনকি, 'কফি উইথ করণ' শোতে এসেও সে ব্যাপারে উল্লেখ করেন। যদিও মাঝে শোনা গিয়েছিল, তারা আলাদা হয়ে গিয়েছেন। তবে, সম্প্রতি বীরের সঙ্গে সারার লন্ডন ভ্রমণের ছবি দেখে ফের গুঞ্জন, তবে কি একই পরিবারে বিয়ে করবেন সারা-জাহ্নবী?

নাগার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, কে এই অভিনেত্রী?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিচ্ছেদের দু'বছর পার হয়নি এখনও। এর মধ্যেই নাকি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ভাবছেন দক্ষিণী তারকা অভিনেতা নাগা চৈতন্য! গত কয়েক দিন ধরেই এ নিয়ে নানা জল্পনা। নাগা চৈতন্যের মতো জনপ্রিয় তারকা বলে কথা! তার উপরে সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন ও বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি।

সামান্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে 'মেড ইন হেভেন' খ্যাত অভিনেত্রী শোভিতা ধুলিপালার সঙ্গে নাম জড়ায় নাগা চৈতন্যের। যদিও জনসমক্ষে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি দু'জনের কেউই। তবে নিন্দুকেরা বলেছেন, সম্প্রতি দু'জনেই নাকি একান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন! শোভিতার ছবিতে নাকি ঝলক মিলেছে নাগার! সমাজমাধ্যমের পাতায় নাগা ও শোভিতার দেওয়া ছবিগুলো একই জায়গায় তোলা বলেই অনুমান নেটপাড়ার একাংশের। সত্যিই কি নাগার সঙ্গে প্রেম করছেন অভিনেত্রী? শোভিতাকে প্রেম নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি জানান, সর্বক্ষণই প্রেমে রয়েছেন তিনি। প্রেমই হল তার জীবনের চালিকাশক্তি। শোভিতার কথায়, 'পর্দায় যে ধরনের চরিত্রে আমাকে দেখা যায়, তাতে মনে হয়, আমি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ়চেতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তবে বাস্তবে আমি অল্পেতে খুশি। আমার কাছে ভালবাসা মানে ভক্তি। আসলে ভালবাসলে আমার মনে হয়, তার মধ্যেই হারিয়ে যাই।'

মেসির ৫ অ্যাসিস্ট আর সুয়ারেজের হ্যাটট্রিকে বড় জয় মায়ামির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) জয়ের দেখা পেয়েছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে রোববার নিউইয়র্ক রেড বুলসকে ৬-২ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। ম্যাচে হ্যাটট্রিকের দেখা পেয়েছেন লুইস সুয়ারেজ। তবে এদিন ম্যাচের সব আলো কেড়ে নিয়েছেন মায়ামির অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ম্যাচটিতে একাই ৫ অ্যাসিস্ট ও এক গোল করে ইতিহাস গড়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। সকার লিগে এক ম্যাচে এটিই সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট। বড় জয় পেলেও এদিন ম্যাচের শুরুটা মায়ামির পক্ষে ছিল না। প্রথমার্ধে তো তারা কোনো গোল পায়নি, উল্টো ৩০ মিনিটে দান্তে ভানজেইরের করা গোলে পিছিয়ে থেকে তারা বিরতিতে যায়। এরপর অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধ দুঃস্বপ্নের মতো কাটিয়েছে রেড বুলস। একের পর এক গোলে তাদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন মেসি-সুয়ারেজরা। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নামেন প্যারাগুয়ের রোহাস। বদলি হিসেবে নেমেই ৪৮ মিনিটে মায়ামির হয়ে গোলের সূচনা করেন তিনি। মেসির পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শটে তিনি গোলটি করেন।

৫০ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন মেসি। এক গোলের লিড নেয় মায়ামি। এরপর শুধু গোল বানিয়ে দেওয়ার কাজটা করেছেন আট বারের ব্যালন ডিঅর জয়ী। ৬২ মিনিটে তার থ্রু বলে নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখা পান রোহাস। মায়ামি নিয়ে নেয় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ। এরপর দৃশ্যপটে আসেন সুয়ারেজ।

মেসির অ্যাসিস্টে ১২ মিনিটের ব্যবধানে হ্যাটট্রিক পূরণ কারেন সুয়ারেজ। যার প্রথমটি আসে ৬৮ মিনিটে। তার পর ৭৫ মিনিটে মেসির সঙ্গে ওয়ান-টু করে এনে দেন তৃতীয়টি। ৮১ মিনিটে আসে সর্বশেষ গোল। নিজের দিনে কতটা বিধ্বংসী তিনি, সেটিই আরেকবার প্রমাণ করলেন ক্ষুদে জাদুকর। প্রতিপক্ষ অবশ্য যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে আরও একটি গোল শোধ দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ৬-২ গোলে জিতেছে মেসির মায়ামি। এই জয়ে ১২ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট হয়েছে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা মায়ামির। দুই কনফারেন্স মিলিয়েই শীর্ষে আছেন মেসিরা। এই ম্যাচের গোলটি নিয়ে এবারের মেজর লিগ সকারে মেসির গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০টিতে। হ্যাটট্রিক করে সুয়ারেজও গোলসংখ্যায় ছুঁয়ে ফেলেছেন মেসিকে। ১০টি করে গোল নিয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা যৌথভাবে তারা দুজনই। একদিক থেকে মেসি অবশ্য অনেক এগিয়ে। আর্জেন্টাইন তারকা যে সতীর্থদের করা ৯টি গোলে রেখেছেন অবদান।

ইউরো চ্যাম্পিয়ন হবে কে বলে দিলেন গার্দিওলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৪ জুন থেকে জার্মানিতে বসবে ইউরোর ১৭তম আসর, যেখানে আয়োজক দেশ ছাড়াও ফেভারিটের তালিকায় আছে ইংল্যান্ড। তবে ইংল্যান্ডকে অনেকটাই এগিয়ে রাখলেন ম্যানচেস্টার সিটির বর্তমান কোচ পেপ গার্দিওলা। প্রিমিয়ার লিগে লম্বা সময় ধরে আছেন তিনি। এই দেশের ফুটবলারদের খুব কাছ থেকে দেখছেন। তাদের বেশির ভাগ আবার ইংল্যান্ড জাতীয় দলে নিয়মিত। তাই এই কাতালান কোচ মনে করছেন, ইংল্যান্ড এবার যে মানের দল তারাই জিততে পারে ইউরোর ট্রফি, 'তারা খুবই ভালো দল। এটা শুধু স্ট্রাইকারদের মেধার জন্য না, পুরো প্যাকেজ ও দলের জন্য। আর গ্যারেথ (সাউথগেট) সঠিকভাবে জানে তাকে কী করতে হবে। আমার ভাবনা এবং সবার ভাবনা এমনু সর্বশেষ প্রতিযোগিতা, যেমন বিশ্বকাপ এবং ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের পর তারা সামনে এগিয়েছে। তারা একেবারে কাছাকাছি আছে, একদম কাছে। তারা একবার ফাইনালে হেরেছে এবং একবার সেমিফাইনালে উঠেছে।'

বড় আসরে ইংল্যান্ড নিয়মিত শক্ত প্রতিপক্ষ। প্রতিবারই তারা অনেকদূর যায়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আর নোঙর করা হয় না তাদের। সেই কবে বিশ্বকাপ জিতল আর ট্রফির কোনো খবর নেই। ২০২০ সালে ইউরোর ফাইনালে উঠেছিল কিন্তু ইতালির সঙ্গে কুলিয়ে ওঠেনি। তবে এবার ব্যতিক্রম হতেও পারে বলে বিশ্বাস পেপের, 'তারা যখন ইউরোপিয়ান কাপ কিংবা বিশ্বকাপ খেলে, তাদের (সমর্থকদের) প্রতিক্রিয়াগুলো আমি দেখি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। জাতীয় দলের জন্য তারা বেশ পাগলামি করে। এটা প্রমাণ করে যে, দল নিয়ে তারা কতটা গর্বিত। একজন ফুটবলারের জন্য এটা সেরা ব্যাপার যে দেশের জন্য আপনি যা করছেন, যেভাবে খেলছেন এবং শেষ ধাপে পৌঁছাচ্ছেন সেসব নিয়ে আপনার দেশ গর্বিত। এখন শুধু বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি তারা বিশ্বাস রাখতে পারে, তবে তারা কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে।'

মারা গেছেন আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানো কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি কোচ সিজার লুইস মেনোত্তি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রবিবার আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে এএফএ লিখেছে, আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন অত্যন্ত শোকের সঙ্গে বর্তমান জাতীয় দলের পরিচালক ও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ লুইস সিজার মেনোত্তির মৃত্যুর খবর জানাচ্ছে। বিদায় প্রিয় ফ্লাকো! আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত মাত্র ১১ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন লুইস সিজার মেনোত্তির। খেলা ছাড়ার পর ৩৭ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে ১১টি ক্লাব ও দুটি দেশের জাতীয় দলের কোচের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে। এ ছাড়াও এক বছর মেক্সিকোর কোচের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা জেতান এই মেনোত্তি। আর্জেন্টিনাকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানোর পরের বছর দেশের অনূর্ধ্ব-২০ দলকেও জিতিয়েছেন যুব বিশ্বকাপ। মেনোত্তির হাত ধরেই আর্জেন্টিনার খেলার ধরন বদলে যায়।

রোনালদোর আরেকটি হ্যাটট্রিকে আল নাসরের বড় জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন: মৌসুমজুড়ে দারুণ ছন্দে থাকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো জ্বলে উঠলেন আবারও। আল নাসরের হয়ে সাত ম্যাচের মধ্যে তৃতীয় হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। সৌদি প্রো লিগে শনিবার ঘরের মাঠে রোনালদোর হ্যাটট্রিকে আল নাসর ৬-০ গোলে হারায় আল ওয়েহদাকে। রোনালদো ছাড়াও জালের ঠিকানা খুঁজে নেন ওটাভিও, সাদিও মানে ও মোহাম্মেদ আল-ফাতিল।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে যোগ দেওয়ার পর আল নাসরের জার্সিতে সব মিলিয়ে রোনালদোর হ্যাটট্রিক বেড়ে হলো ছয়টি। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে ৩৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের এটি ৬৬তম হ্যাটট্রিক। ৩০টি করেছিলেন বয়স ৩০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। আর ৩০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর এই নিয়ে তিনি করলেন ৩৬টি।

আল ওয়েহদার বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে রোনালদো মৌসুমে গোলসংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছেন আরও খানিকটা। সৌদি প্রো লিগে ২৭ ম্যাচে বর্তমানে তার গোলসংখ্যা ৩২টি, মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড করতে আর দুটি গোল দরকার। ২০১৮-১৯ মৌসুমে ৩৪ গোল করে রেকর্ড করেছিলেন আবদেররাজাক হামদাল্লাহ। রোনালদোর হাতে এখনও চার ম্যাচ আছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমে রোনালদোর গোল হলো ৪০ ম্যাচে ৪১টি।

ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই রোনালদোর গোলে এগিয়ে যায় আল-নাসর। ১২ মিনিটে তিনিই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ১৮ মিনিটে ওটাভিওর গোলে তিন গোলের লিড পায় দলটি। ২০ মিনিটের আগেই তিন গোল হজম করে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে আল-ওয়েহদা।

প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে স্কোরশিটে নাম লেখান সাদিও মানে। তার গোলে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আল-নাসর। বিরতি থেকে ফিরে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন রোনালদো। ৫২ মিনিটে রোনালদোর গোলে আরও এগিয়ে যায় তার দল।

এই হ্যাটট্রিকে ক্যারিয়ারে ৯০০ গোলের আরও কাছে পৌঁছে গেছেন রোনালদো। সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকার গোলসংখ্যা এখন ৮৯০টি। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদযাপনের একাধিক ছবি পোস্ট করে রোনালদো লিখেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। দল এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ।'

সৌদি প্রো লিগে ৩০ ম্যাচে ২৪ জয় ও ২ ড্রয়ে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে আল নাসর। তাদের চেয়ে অনেকটা ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শীর্ষে আল হিলাল। ২৯ ম্যাচে তাদের ৮৩ পয়েন্ট।

হল্যান্ডের এক হালি গোলে সিটির বড় জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বোর্নমাউথকে হারিয়ে আর্সেনাল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল। ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ব্যবধান করেছিল ৪ পয়েন্টের। তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সেটা কমিয়ে ১ করলো সিটি। ঘরের মাঠে উলভসের বিপক্ষে আর্লিং হল্যান্ডের হ্যাটট্রিকসহ চার গোলে বড় জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। তার এমন ছন্দে থাকার দিনে ম্যানসিটি ম্যাচটি জিতে নিয়েছে ৫-১ গোলের ব্যবধানে। সিটির হয়ে অন্য গোলটি করেছেন দলটির আর্জেন্টাইন তারকা জুলিয়ান আলভারেজ।

খেলার ১২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন হল্যান্ড। ৩৫ মিনিটে রদ্রির বাড়িয়ে দেওয়া বল থেকে সোজা উলভসের জালে জড়ান হল্যান্ড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফের পেনাল্টি পায় সিটি। আবারও স্পট কিক থেকে গোল করে ব্যবধান তিনগুণ করেন হল্যান্ড। বিরতির আগেই হ্যাটট্রিক করে সিটির জয় নিশ্চিত করে ফেলেন হালান্ড। গত মৌসুমে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ম্যানসিটিতে যোগ দেয়ার পর এটি প্রিমিয়ার লিগে হল্যান্ডের ষষ্ঠ হ্যাটট্রিক। তাতে বসলেন লুইস সুয়ারেজের পাশে। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে সব মিলিয়ে এটি তার ২১তম হ্যাটট্রিক।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার ফরোয়ার্ড হাং হি-চানের গোলে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা জাগিয়েছিল উলভসরা। কিন্তু হল্যান্ডের আরও এক গোলে স্তব্ধ হয়ে যায় সফরকারীরা। ইংলিশ ফরোয়ার্ড ফিল ফোডেনের উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জালে জড়ান হল্যান্ড।

চার গোল করার পর হল্যান্ডকে ৮২ মিনিটে তুলে নেন পেপ গার্দিওলা। তার বদলে মাঠে নামেন আলভারেজ আর মাঠে নামার দুই মিনিটের মাথায় গোল পেয়ে যান আর্জেন্টিয়ান এই তারকা। ফলে শেষ পর্যন্ত ৫-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটি।

প্রিমিয়ার লিগে এখন ৩৬ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি। আর সিটি তারকা হল্যান্ড এবারও আছেন গোল্ডেন বুট লড়াইয়ে। চলতি মৌসুমে তিনি গোল করেছেন ২৫টি। তার পরেই এ তালিকায় আছেন চেলসির কোল পামার।

কোহলির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানের মালিক বিরাট কোহলি। ১১ ইনিংসে করেছেন ৫৪২ রান। তবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েও বারবার রান তোলার গতি নিয়ে সমালোচনার শিকার হচ্ছেন বিরাট। তার স্ট্রাইক রেট চলতি আইপিএলের অন্যতম আলোচিত বিষয়।

স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনা মেনে নিতে পারেননি কোহলি। গত ২৮ এপ্রিল গুজরাটের বিপক্ষে ৪৪ বলে অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংস খেলে তাই সমালোচকদের একহাত নিলেন কোহলি। কোহলি সেদিন স্পষ্টভাবেই ধারাভাষ্যকারদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্নে কোহলির জবাব, আমার বিশ্বাস সকলেই আমার স্ট্রাইক রেট নিয়ে কথা বলছে না। আমি স্পিন খেলতে পারি কিনা সেই নিয়ে তারাই আলোচনা করছে, যারা এসব নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। আমার কাছে দলকে জেতানোই আসল। গত ১৫ বছরে সেটাই করে আসছি। জানি না যারা একটা জায়গায় বসে এই কথাগুলো বলছেন, তারা ওই পরিস্থিতিতে পড়েছেন কিনা।

রবিবার কোহলির সেই কথার কড়া জবাব দিয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার। তার মতে, যখন কোহলির স্ট্রাইক রেট খারাপ ছিল কেবল সেই সময় তাকে নিয়ে কথা হয়েছে।

স্টার স্পোর্টসের এক সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার বলেন, যখন তার স্ট্রাইক রেট ১১৮ ছিল, ধারাভাষ্যকারেরা প্রশ্ন তুলেছিল। আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমি খুব বেশি খেলা দেখি না, ঠিক জানি না অন্য ধারাভাষ্যকাররা কী বলেছিলেন। কিন্তু আপনি যদি ওপেন করেন, এরপর ১৪-১৫তম ওভারে আউটের পর আপনার স্ট্রাইক রেট ১১৮ থাকে...এরপরও যদি কেউ আপনার প্রশংসা করে সেটা ভিন্ন বিষয়।

গাভাস্কার স্পষ্ট করেই বলেছেন, ধারাভাষ্যকারদের পছন্দ-অপছন্দের ছাপ তাদের ধারাভাষ্যে পড়ে না। উল্টো তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মাঠের বাইরের আলোচনাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা বলার পরও কেন ক্রিকেটাররা সেই আলোচনার জবাব দেন।

তিনি বলেন, এখনকার খেলোয়াড়রা বলে, আমরা মাঠের বাইরের আলোচনাকে গুরুত্ব দিই না। তাহলে কেন মাঠের বাইরের আলোচনার জবাব দাও। আমরা সবাই অল্প ক্রিকেট খেলেছি, খুব বেশি নয়! আমাদের কোনো অ্যাজেন্ডা নেই। আমরা যা দেখি, তা বলি। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নেই। যদি এমন কিছু থেকেও থাকে, আমরা মাঠে যা ঘটে, সেটা নিয়েই কথা বলি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR